যুগান্তর

তারিখ ... 26 ... 2013 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

# যশোর বিসিএমসি কলেজে জীবনঘনিষ্ঠ শিক্ষানীতি চালু

যশোর সূত্র

শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নয়, জীবনঘনিষ্ঠ শিক্ষা দিচ্ছে যশোরের বিসিএমসি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি মহাবিদ্যালয়। এ জন্য মহাবিদ্যালয়টি উদ্ভাবন করেছে শিক্ষা ও শিক্ষাসহায়ক কার্যক্রমের সমন্বিত নতুন ধারার শিক্ষা পদ্ধতি। এটি বাস্তবায়নের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে, তৈরি হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা কমপ্লেক্স, যার মধ্যে রয়েছে পর্যাপ্ত ক্লাসরুম, ল্যাবরেটরি, পৃথক বড় লাইব্রেরি, শহীদ মিনার, আইটি কর্নার, নিউজ পেপার কর্নার, জব সেন্টার, মেডিকেল সেন্টার, স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার সেন্টার ও পাবলিক রিলেশন সেন্টারসহ আরও অনেক কিছু। শুরুতে থেকেই প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষার্থীদের মাঝে ছড়াচ্ছে জ্ঞানের আলো। ১৯৯৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর যশোর শহরের বারান্দিপাড়া এলাকার ঢাকা রোডের পাশ ঘেঁষে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিসিএমসি কলেজের যাত্রা শুরু। মাত্র ৬ জন শিক্ষার্থী নিয়ে চালু হওয়া এই প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা আড়াই হাজারেরও বেশি। শিক্ষা সম্পন্ন করেছে আরও তিন হাজার শিক্ষার্থী। এটি প্রথমে বাংলাদেশ কম্পিউটার অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কলেজ (বিসিএমসি) নামে চালু হলেও বর্তমানে একটি ফাউন্ডেশনে রূপ নিয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির এখন পুরো নাম 'বাংলাদেশ সেন্টার ফর মিলেনিয়াম কেয়ার ফাউন্ডেশন'। সংক্ষেপে বিসিএমসি ফাউন্ডেশন। জেলা শহরে গড়ে ওঠা এই কলেজের রয়েছে ৬২ হাজার বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ৩টি ক্যাম্পাস ও একটি এনেক্স ভবন। নির্মাণাধীন রয়েছে আরও ৪৭ হাজার বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট একটি সম্প্রসারিত ভবন। ১২ তলা বিশিষ্ট শিক্ষা কমপ্লেক্সের একটি উইংয়ের ৫ম তলা ও অপর উইংয়ের ৪র্থ তলার নির্মাণ কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। শুধু অবকাঠামো উন্নয়নে সীমাবদ্ধ নয় প্রতিষ্ঠানটি। শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি ও শিক্ষার্থীদের মানোন্নয়নেও ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীন ৪ বছর মেয়াদি ১২টি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স চালু রয়েছে। অনিয়মিত অথবা চাকরিজীবীদের জন্য চালু রয়েছে সান্ধ্যকালীন কোর্স। এখানে ৬টি বিদেশি ভাষা ও কম্পিউটার শেখানো হচ্ছে। এজন্য কর্মরত রয়েছেন শতাধিক শিক্ষক কর্মকর্তা।